অধিগ্রহণ জটিলতায় আটকা মুজিবনগর মডেল মসজিদ

কার্যাদেশের সাড়ে চার বছর অতিবাহিত হলেও আজও জমি অধিগ্রহণের কারণে কাজ শুরু হয়নি মেহেরপুরের মুজিবনগর মডেল মসজিদের। জেলা, সদর উপজেলা ও গাংনী উপজেলা মডেল মসজিদ নির্মাণ শেষ হলেও অধরা যেন মুক্তিযুদ্ধেও স্মৃতিবিজড়িত মুজিবনগরের মডেল মসজিদটি।

মডেল মসজিদ প্রকল্পের বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, “প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন” প্রকল্পের আওতায় মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা মডেল মসজিদ নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয় ২০১৯ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর। যার স্মারক নমং-১৭৫৯। এর আগে ওই বছরের ২০ জুন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান গ্যালাক্সি এ্যাসোসিয়েটসের সাথে বাস্তবায়নাধিন প্রতিষ্ঠান মেহেরপুর গণপূর্ত বিভাগ চুক্তি সম্পাদন করে। প্রকল্প ব্যয় ধরা হয় ১২ কোটি ৫৯ লাখ ১৬ হাজার ৪২১ টাকা। চুক্তি মোতাবেক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিরাপত্তা অর্থ বাবদ ৬২ লাখ ৯৫ হাজার ৮২১ টাকা জমা প্রদান করেন।

জমি অধিগ্রহণের জন্য তৎকালীন জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি ২০২০ সালের ১ জানুয়ারি ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর একটি পত্র দেন। পত্রে উল্লেখ করেন, অধিগ্রহণ কার্যক্রমের জন্য প্রস্তাবিত জমি মসজিদ নির্মানের জন্য নির্ধারিত না হওয়ায় একই মৌজায় ৫০০ ও ৩৬৪ খতিয়ানভুক্ত ৩৬৭ দাগের ০৭.২৫ শতক ও ৩৬৬ দাগের ৩৫.৬৭ মিলে ৪২.৯২ শতক জমা পাওয়া যাচ্ছে বলে স্কেচ ম্যাপ পাঠিয়ে তা অনুমোদনের জন্য আবেদন করেন। পরে সাবেক জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান ২০২১ সালের ২৪ অক্টোবর অধিগ্রহণের প্রস্তাবিত ৪২.৯২ শতক জমি বাবদ ১ কোটি ৮৭ লাখ ৩৬ হাজার ৪২২ টাকা বরাদ্দ চেয়ে প্রকল্প পরিচালকের কাছে আবেদন করেন। এবং ২০২২ সালের ৩০ জানুয়ারি টাকা পেয়েছেন উল্লেখ করে প্রকল্প পরিচালকের কাছে প্রাপ্তী স্বীকার পত্র পাঠান।

তথ্য উপাত্ত জানা গেছে, জমি অধিগ্রহণের টাকা বরাদ্দ হলেও কার্যাদেশ প্রদানের সাড়ে চার বছর এবং বরাদ্দ প্রাপ্তির প্রায় আড়াই বছর হতে চললেও এষনও পর্যন্ত সে জমি অধিগ্রহণ করা হয়নি। ফলে মুজিবনগরবাসী অপেক্ষায় আছেন কবে হবে মডেল মসজিদ।

অপরদিকে, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। বারবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করেছেন কাজটি দ্রুত শুরু করার জন্য। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী জেলা প্রশাসককে চিঠি দিয়ে তাগাদা দিয়েছেন। তবুও কোন অগ্রগতি মেলেনি।

এ বিষয়ে মেহেরপুর ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের উপপরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনীর বলেন, মুজিবনগর মডেল মসজিদ স্থাপনের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণের জন্য জমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, ইউএনও এবং নিজে প্রতিবেদন প্রস্তুত করে ফাইল পাঠানো হয়েছে। কিন্তু অধিগ্রহণের জন্য ৪ ধারার যে নোটিশ জারি হয় কি কারণে সে নোটিশ জেলা প্রশাসক মহোদয় কেন দেননি তার সদুত্তর আমার কাছে নেই।

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান গ্যালাক্সি এ্যাসোসিয়েটসের প্রতিনিধি জাকির হোসেন খাঁন বলেন, মুজিবনগর মডেল মসজিদের কাজ চুক্তি হওয়ার পর পাঁচ বছর কেটে গেলো। প্রয়োজনীয় প্রতিটি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। জমি অধিগ্রহণ না হওয়ায় কাজটি শুরু করা যাচ্ছে না। ফলে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছি। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে বারবার আবেদন করে কোন সুফল মিলছে না।

হাসানুজ্জামান লাল্টু তিনি স্থানীয় একজন উদ্যোক্তা। তিনি বলেন, মুজিবনগর বাংলাদেশের অন্যতম গুরত্বপূর্ণ একটি উপজেলা। গুরত্বপূর্ণ বিবেচনায় এখানকার মডেল মসজিদটি সবার আগে নির্মাণ হওয়া উচিৎ ছিলো। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিভাগের উদাসিনতায় এখনো জমি অধিগ্রহণ করা সম্ভব হয়নি বলে জানতে পেরেছি। যা খুবই দু:খজনক। আশা করবো দ্রুত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্টরা এই মসজিদটি নির্মাণের সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

স্থানীয় ইয়ামিন হাসান বলেন, চার বছর ধরে শুনছি মুজিবনরে মডেল মসজিদ হবে। শুনতে শুনতে জেলা শহরসহ অন্যদুটি উপজেলায় হয়ে গেছে। কিন্তু মুজিবনগরে নাকি এখনো জমি নিতেই পারেনি। জেলা প্রশাসন আন্তরিক হলে অনেকই আগেই এর নির্মাণ কাজ শুরু হতো। আমাদের দাবি দ্রুত জমি অধিগ্রহণ কেও মসজিদটি নির্মাণ করা হোক।

জেলা প্রশাসক মো: শামীম হাসান বলেন, প্রস্তাবিত জমির দুইজন মালিকের একজন মামলা করেছেন এবং একজন অধিগ্রহণ না করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। এ সংক্রান্ত জটিলতায় জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া আটকে আছে। ফলে মডেল মসজিদের কাজ শুরু করা যাচ্ছে না।

প্রকল্প পরিচালক মো: নজিবর রহমান বলেন, জেলা প্রশাসক জমি অধিগ্রহণ করে দিলেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। আমরা জমি অধিগ্রহণের টাকাও দিয়ে দিয়েছি। বারবার তাগাদা দিচ্ছি জমি অধিগ্রহণের জন্য। গত ২২ এপ্রিল এনিয়ে পুনরায় মিটিং করে তাগাদা দেওয়া হয়েছে।

মুজিবনগরে প্রস্তাবিত স্থানে মডেল মসজিদ নির্মাণ বন্ধের চক্রান্তের প্রতিবাদে মানববন্ধন

মুজিবনগরে প্রস্তাবিত স্থানে মডেল মসজিদ নির্মাণ বন্ধের চক্রান্তের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে মানিকনগর গ্রামবাসী।

রবিবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের সামনে এই মানববন্ধন ও অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বলেন, প্রস্তাবিত স্থানে মডেল মসজিদ চাই এর কোন বিকল্প নেই। প্রস্তাবিত স্থানে মডেল মসজিদ করতে হবে এটাই আমাদের দাবি।

স্বাধীনতার সূতিকাগার ঐতিহাসিক মুজিবনগর ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এবং মুজিবনগরকে বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। এতে আমরা অর্জন করি সেই মহান স্বাধীনতা। সেই স্থানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য এবং বর্তমান প্রজন্মকে মুক্তিযোদ্ধার সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার জন্য মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়। যার ফলে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স- উপজেলা পরিষদ, থানা, হাসপাতাল, ফায়ার সার্ভিস ভবন, পশু সম্পদ ভবন, সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজসহ অসংখ্য অফিস আদালতের জন্য জমি অধিগ্রহণ হয়। যার অধিকাংশ জমি মানিকনগর মৌজার মধ্যে এবং মানিকনগর গ্রামের অধিকাংশ জনগণ সরকারের উন্নয়ন এর কথা বিবেচনা করে সরকারি সকল স্থাপনার কথা চিন্তা করে তাদের জমি সরকারকে দিয়ে দিয়েছে।



মুজিবনগরের উন্নয়নের স্বার্থে এলাকাবাসী তাদের জমি-জমা সরকারকে দিয়ে দেয়। আজ সারা বাংলাদেশে মডেল মসজিদ নির্মাণ হচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে মুজিবনগরে একটি মডেল মসজিদ নির্মাণ হওয়ার কথা। কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছু কুচক্র মহল রাতারাতি বাড়ি নির্মাণ করে মসজিদটি নির্মাণ বন্ধ করার ষড়যন্ত্র করছে যা মুসলিম সমাজের মনে প্রচুর আঘাত করছে। মসজিদটি নির্মাণ বন্ধ হলে আমরা খুবই ব্যথিত হব। এখানে অনেক বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং বসতভিটা আছে। তাছাড়া পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স আধুনিকায়নের জন্য যে ৫১ একর জমি অধিগ্রহণ করা হবে, সেই স্থানে যদি মসজিদ নির্মাণ না হয় তবে সেটি প্রশ্নবিদ্ধ হবে।

মানববন্ধন শেষে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের নিকট একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

গাংনী উপজেলা মডেল মসজিদের উদ্বোধন

২য় ধাপে সারা দেশের ৫০ টি মডেল মসজিদ উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সোমবার (১৬ জানুয়ারী) বেলা ১১ টার দিকে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালী উপস্থিত থেকে তিনি এ মসজিদগুলো উদ্বোধন করেন।

গাংনী উপজেলা মডেল মসজিদে থাকছে নামাজ পড়ার পাশাপাশি ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, হেফজখানা, অডিটরিয়াম, মৃত ব্যাক্তির গোসলের স্থানসহ নানা সুবিধা। আলেম ওলামাদের ইসলামী জ্ঞান চর্চার সুবিধাও রয়েছে সেখানে। মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক মৃধা মো: মোজাহিদুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোখলেছুর রহমান মুকুল, গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী, উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী মাহাফুজুর রহমান, সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল হোসেন, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মুন্তাজ আলী,

বামুন্দি ইউপি চেয়ারম্যান ওবাইদুর রহমান কোমল, আওয়ামী লীগ নেতা মনিরুজ্জামান আতুসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে মসজিদ প্রাঙ্গনে দেশ ও জাতির কল্যাণে দোয়া মোনাজাত পরিচালনা করেন উপজেলা জামে মসজিদের পেশ ইমাম ইলিয়াস হোসেন। গাংনী উপজেলা মডেল মসজিদ তৈরীতে ব্যায় হয়েছে ১৩ কোটি ১৬ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা।

মেহেরপুরের দুইটি মডেল মসজিদের উদ্বোধন

সারা দেশের ন্যায় মেহেরপুরে দুটি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ সোমবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এর উদ্বোধন করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, মেহেরপুর ইসলামীক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনির, গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী শম্ভু রাম পাল, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এ্যাড ইয়ারুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) লিউজা উজ জান্নাহ, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ ওবায়দুল্লাহ, জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা মোঃ আনিসুজ্জামান ও বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের আহ্বায়ক হাসানুজ্জামান মালেক।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী অফিসের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন, ব্যবসায়ি এবং বিভিন্ন মসজিদের ইমামগণ উপস্থিত ছিলেন।

সুন্দর বাংলাদেশ

শুধু নামাজ আদায় নয়, ইসলামি গবেষণা, সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে মসজিদ ব্যবহার করা মুসলিমদের ঐতিহ্য। যদিও আগের সে ঐতিহ্য এখন আর নেই। মসজিদগুলো এখন ব্যবহার হয় শুধু নামাজের জন্যই। বর্তমান সরকার সারাদেশে দৃষ্টিনন্দন ৫৬০ টি মডেল মসজিদ নির্মাণ করছে।

গাংনী উপজেলা পরিষদের প্রাণ কেন্দ্রে প্রায় ১৩ কোটি ১৭ লাখ টাকা ব্যায়ে নির্মাণাধীন মসজিদটি শোভা পাচ্ছে স্ব-মহিমায়।